যুগান্তর
২৫ এপ্রিল, ২০০৭
পৃষ্ঠা – ৭

যুগান্তর
পৃ: ৩
২৫/৪/০৭

ইস্টওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়

বটতলার আড্ডাখানা

তানিম শ্রাবণ

এই বস, খবর কি? আজ তো ক্যাম্পাসে জোস একটা কাণ্ড ঘটেছে। আরে ইয়ার, তুই সেতুকে চিনিস না, ও তো আজ...। আরে ধুর, তার থেকে চরম কাণ্ড আমাদের ডিপার্টমেন্টের রাজিন ল্যাব করতে গিয়ে ফাটায়া দিছে দুইটা টেস্ট টিউব...। আরে শোন, আরও মজার কাণ্ড...। এভাবে একের পর এক ঘটনার বর্ণনা নিয়ে জমে ওঠে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে বটতলার আড্ডা। আমরা অনেকে ঢাবির বটতলা কিংবা চারুকলার বটতলার সঙ্গে বেশ পরিচিত। কিন্তু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বটতলা থাকতে পারে তা একটু মজার ব্যাপার বটে। ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের এই বটতলাও কিন্তু এখানকার শিক্ষার্থীদের কাছে খুব আকর্ষণীয় একটা জায়গা। ক্লাসের ফাঁক পেলেই সবাই ছুটে আসেন বটতলার আড্ডায়। একটু ভিন্ন স্বাদ নেয়ার জন্য।

ঠিক কবে থেকে এই বটতলার আড্ডা জমে ওঠে বলা কঠিন। তবে এখন সারাদিনের বিভিন্ন ক্লাস, ল্যাব আর লাইব্রেরি ওয়ার্ক শেষ করে এই বটতলায় এসে ওরা প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পান। 'ক্যান্টিনের বোরিং খাবার ভালো লাগে না, তাই এইখানে তেহারি খাচ্ছি, অন্তত একটু ভিন্ন স্বাদ তো পাব'- এভাবে আবেগের বহিপ্রকাশ ঘটালেন ফার্মেসি বিভাগের ছাত্র ফজলুল কাদের।

বটতলায় ছোট-বড়-মাঝারি নানা ধরনের দোকান পসরা আছে। কি নেই এই বটতলায়— পিঁয়াজু, বেগুনি, তেহারি, চা-বিস্কুট থেকে শুরু করে অনেক কিছু। তবে এখানকার রাতের আড্ডা আরও মজার। আড্ডা চলে ১১টা পর্যন্ত। অনেক সময় গানের মেলাও বসে। কেউ গিটার বাজিয়ে, কেউ পানির বোতল দিয়ে বাজনা বাজিয়ে চালাতে থাকেন গান। একসময় ক্লান্ত পাখিরা যেমন ঘরে ফেরার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে তেমনি এই হাটবাজারের সওদাগররাও ফেরার তোড়জোড় শুরু করেন। তবু রয়ে যায় তার রেশ, সেই গানটার মতো, 'আবার জমবে মেলা হাটতলা বটতলা...।'